সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ১৮২
WEEKLY BOOKLET:182

আযানের বরকত

- অত্যাচারী অফিসারের শিক্ষণীয় পরিণতি
- সর্বপ্রথম আযান কে দিয়েছে?
- আযান নিরাপত্তার মাধ্যম
- আযানের কিছু শরয়ী মাসআলা

জানশীনে আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত মাওলানা ওবাইদ রযা আত্তারী মাদানী دامت برکاتہم العالیہ এর ১৮ রবিউস সানি ১৪৪২হিঃ মোতাবেক ৩ ডিসেম্বর ২০২০ইং আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় অনুষ্ঠিত সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার বয়ানের পরিবর্ধন সহকারে লিখিত পুস্পধারা।

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

আযানের বরকত

আত্তারের দোয়া

হে **আল্লাহ পাক**! যে ব্যক্তি এই "**আযানের বরকত**" পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে মুয়াজ্জিনে রাসূল হযরত বিলালের জান্নাতুল ফেরদাউসে প্রতিবেশী হওয়ার সৌভাগ্য দান করো।

اٰمِين بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি কোরআনে করীম পাঠ করলো, **আল্লাহ পাকের** হামদ করলো এবং নবীর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করলো তাছাড়া আপন **প্রতিপালকের** নিকট মাগফিরাত কামনা করলো তবে সে কল্যাণকে তার স্থান থেকে অন্বেষন করে নিলো। **(শুয়াবুল ঈমান, ২/৩৭৩, হাদীস ২০৮৪)**

অত্যাচারী অফিসারের শিক্ষণীয় পরিণতি (ঘটনা)

এক ব্যবসায়ী কোন এক সরকারী অফিসারকে অনেক সম্পদের ঋণ দিয়েছিলো। সে যখনই চাইতো, অফিসার তাল

www.dawateislami.net

বাহানা করে ব্যবসায়ীকে ফিরিয়ে দিতো। ব্যবসায়ী যখন দেখলো যে, আমার সম্পদ কোনভাবেই পাওয়া যাচ্ছে না তখন সে তার চেয়েও বড় অফিসার বরং উজিরের মাধ্যমেও সুপারিশ করালো, কিন্তু সে তার সম্পদ ফিরে পেলো না। এখন শুধু সেই সময়কার খলিফাকে অভিযোগ করা বাকী ছিলো, কিন্তু তা সহজ কাজ ছিলো না। একদিন সেই ব্যবসায়ীর এক বন্ধু বললো: এসো! আমার সাথে চলো, আমি তোমাকে এমন এক ব্যক্তির কাছে নিয়ে যাচ্ছি, যে তোমার সম্পদ নিয়ে দিতে পারবে এবং তোমার খলিফার নিকট অভিযোগ করার প্রয়োজন হবে না। অতঃপর সে আমাকে এক দর্জির (টেইলার) নিকট নিয়ে গেলো, যে নিকটস্ত মসজিদের 'ইমাম'ও ছিলো। আমার বন্ধু আমার সমস্যা তাঁকে বললো, তখন ইমাম সাহেব সাথে সাথেই আমাদের সাথে অফিসারের বাড়ির দিকে যাত্রা করলো, ব্যবসায়ীটি তার বন্ধুকে বললো: তুমি আমাকে, নিজেকে এবং এই গরীব দর্জিকে সমস্যায় ফেলে দিলে। সেই অত্যাচারী অফিসার তো বড় বড় লোকের কথায় কান দিচ্ছে না, উজিরের সুপারিশেও ভয় পাচ্ছে না, তবে এই গরীব দর্জির কথা সে কি গুরুত্ব দিবে? আমার বন্ধু মুচকি হেসে বললো: তুমি চুপচাপ দেখো যে, কি হয়? যখনই আমরা সেই অত্যাচারী অফিসারের বাড়ি

www.dawateislami.net

পৌঁছলাম তখন তার গোলামরা খুবই আদব সহকারে অগ্রসর হয়ে দর্জির হাতে চুমু দিয়ে জিজ্ঞাসা করলো: জনাব! আপনার আগমনের উদ্দেশ্য কি? আমাদের মালিক এখনই সফর থেকে এসেছেন, যদি আপনি আদেশ করেন তবে আমরা এখনই তাকে ডেকে আনছি এবং যদি আপনি চান তবে ভেতরে আসুন আর আমাদেরকে খেদমত করার সুযোগ দিন। ভেতরে গিয়ে আমরা একটি সুন্দর কক্ষে বসলাম। কিছুক্ষণ পর সেই অফিসার এলো আর দর্জিকে দেখতেই সম্মানের কারণে খুবই আদব সহকারে বললো: হুযুর! এখনই সফর থেকে ফিরেছি, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত সফরের পোষাক পরিবর্তন করবো না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার আসার উদ্দেশ্য পূরণ করে দিবো না, আদেশ করুন আপনার কি খেদমত করতে পারি? ইমাম সাহেব আমার দিকে ইশারা করে বললেন: এখনই তার সম্পদ তাকে দিয়ে দাও। অফিসার বললো: এখন আমার নিকট শুধুমাত্র পাঁচ হাজার (৫০০০) দিরহাম রয়েছে, আপনি তাকে বলুন যে, এখন এই টাকাটি গ্রহন করে নিতে অবশিষ্ট টাকার পরিবর্তে আমার ব্যবসার মালামাল বন্ধক রেখে দিন, আমি একমাসের মধ্যে তার টাকা ফিরিয়ে দিবো। দর্জি (ইমাম সাহেব) আমার দিকে তাকালে তখন আমি সাথে সাথেই এই শর্ত মেনে নিই অতঃপর আমরা ফিরে এলাম।

www.dawateislami.net

আমি আমার হক পাওয়াতে খুবই খুশি ছিলাম এবং আশ্চর্যও হয়েছি যে, জানিনা এই ইমাম সাহেবের মাঝে এমন কি শক্তি রয়েছে, যার কারণে অত্যাচারী অফিসার এত দয়ালূ হয়ে গেলো এবং এভাবে সম্মান করতে লাগলো। ফিরে এসে আমি ইমাম সাহেবের দোকানে আমার সকল মালামাল রেখে আরয করলাম: **আল্লাহ পাক** আপনার বরকতে আমার সম্পদ ফিরিয়ে দিয়েছেন, আমি খুশি হয়ে কিছু মাল আপনাকে উপহার স্বরূপ দিতে চাই, আপনি এখান থেকে এক তৃতীয়াংশ বা অর্ধেক গ্রহন করে নিন। ইমাম সাহেব বললেন: আমি এখান থেকে কিছুই নিবো না। যাও! **আল্লাহ** তোমাকে বরকত দান করুক। আমি বললাম: হুযুর! আমার আরো একটি কাজ রয়েছে। তিনি বললেন: বলো। আমি বললাম: এই অত্যাচারী অফিসারের সামনে বড় বড় লোকেরাও অসহায় হয়ে গেলো কিন্তু আপনার কথা সে সাথেসাথেই মেনে নিলো, সে আপনাকে এত সম্মান করে কেন? ইমাম সাহেব বললো: তোমার সম্পদ তুমি পেয়ে গেছো, যাও! এবার তোমার কাজ করো আর আমাকেও কাজ করতে দাও। আমি যখন অনেক কাকুতী মিনতি করলাম তখন ইমাম সাবে নিজের ঘটনা কিছুটা এরূপ বর্ণনা করলেন যে, আমি এই মসজিদে চল্লিশ বছর ধরে মানুষকে নামায পড়াচ্ছি এবং পাশাপাশি দর্জির

www.dawateislami.net

কাজও করছি। আমার বাড়ির পথে এক অফিসারের বাড়ি রয়েছে। একবার যখন আমি বাড়ি যাচ্ছিলাম তখন দেখলাম যে, নেশায় মত্ত হয়ে সেই অফিসার এক মহিলাকে ধরে তার ঘরের দিকে টেনে নিচ্ছিলো, সেই বেচারী সাহায্যের জন্য চিৎকার করছিলো, কিন্তু কেউ তাকে সাহায্য করলো না। সে কেঁদে কেঁদে বলছিলো: আমার স্বামী শপথ করেছে যে, যদি আমি তার ঘর ব্যতীত অন্য কোন ঘরে রাত কাটাই তবে আমাকে তালাক দিয়ে দিবে। যদি এই অত্যাচারী আমাকে তার ঘরে নিয়ে যায় তবে আমার ঘর ধ্বংস হয়ে যাবে এবং আমি অপমানিত হবো, **আল্লাহ**র দোহাই আমাকে এই অত্যাচারীর হাত থেকে বাঁচাও। আমি ঈমানী চেতনায় উদ্ভুদ্ধ হয়ে সেই অত্যাচারীর দিকে অগ্রসর হই এবং মহিলাটিকে ছেড়ে দেয়ার জন্য বললাম তখন সে একটি লোহার হাতুড়ী দিয়ে আমার মাথায় মারলো এবং থাপ্পড় মেরে তাড়িয়ে দিলো, আমি আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে দুঃখ ও চিন্তিত অবস্থায় বাড়ি ফিরে এলাম, ক্ষত থেকে রক্ত পরিস্কার করে ব্যান্ডেজ বাঁধলাম এবং কিছুক্ষণ বিছানায় শুয়ে রইলাম। অতঃপর ইশার নামায পড়ার জন্য মসজিদে গেলাম এবং নামাযের পর সকল নামাযীকে সেই অত্যাচারী অফিসারের এই আচরণ সম্পর্কে জানিয়ে বললাম: তোমরা সবাই আমার সাথে চলো! হয়তো

www.dawateislami.net

সেই মহিলাটিকে ছেড়ে দিবে অন্যথায় আমরা সবাই তার মোকাবেলা করবো। লোকেরা আমাকে সমর্থন করলো এবং আমরা তার বাড়ির দিকে যাত্রা করলাম। সেখানে পৌঁছে আমরা মহিলাটির মুক্তি চাইলে সেই অত্যাচার অফিসারের কয়েকজন চাকর মিলে আমাদের উপর লাঠি নিয়ে আক্রমন করলো, সবাই আমাকে একা রেখে পালিয়ে গেলো, কয়েকজন চাকর আমাকে ধরে অনেক মারলো এবং ক্ষত বিক্ষত করে দিলো। আমার এক প্রতিবেশি আমাকে এসে নিয়ে গেলো। পরিবারের লোকেরা ক্ষতের উপর ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলো, আমার কিছুক্ষণ ঘুম এসে গেলো, কিন্তু কিছুক্ষণ পরই ব্যথার কারণে চোখ খুলে গেলো। আমি চিন্তা করছিলাম যে, সেই বেচারীকে কিভাবে বাঁচানো যায়? তার যেনো ঘর ভেঙ্গে না যায়। অতঃপর হঠাৎ আমার মনে পড়লো যে, সেই অত্যাচারী লোকটি মদ পান করে ছিলো, তার তো সময়ের জ্ঞান নেই, যদি আমি এখন আযান দিয়ে দিই তবে সে মনে করবে যে, ফজরের সময় হয়ে গেছে এবং সেই মহিলাটিকে ছেড়ে দিবে। এভাবে হয়তো কমপক্ষে সেই বেচারীর ঘর বেঁচে যাবে। ব্যস এই ধারনা আসতেই আমি কোন রকমে মসজিদের পৌঁছলাম এবং মিনারে উঠে উচ্চ আওয়াজে আযান দিলাম আর সেই অত্যাচারী অফিসারের বাড়ির দিকে

www.dawateislami.net

তাকাচ্ছিলাম। কিছুক্ষণ পরই রাস্তা ঘোড়া ও সিপাহী দ্বারা ভরে গেলো। সিপাহীরা উচ্চ আওয়াজে বললো: এই সময়ে আযান কে দিয়েছে? প্রথমে তো আমি চুপ ছিলাম অতঃপর এই ভেবে যে, হয়তো মহিলাটির মুক্তিতে এই সিপাহী আমাকে সাহায্য করবে, আমি বললাম: আমি দিয়েছি। সিপাহীরা বললো: দ্রুত নিচে এসো, 'খলিফা' তোমাকে ডেকেছেন। সিপাহীরা আমাকে খলিফার কাছে নিয়ে গেলো। খলিফা খুবই মমতা সহকারে আমাকে তার পাশে বসালেন ও সান্তনা দিতে লাগলেন, এমনকি আমার ভয় দূর হয়ে গেলো এবং আমি একেবারে প্রশান্ত হয়ে গেলাম তখন তিনি আমাকে বললেন: তোমাকে কিসে বাধ্য করেছে যে, তুমি সময়ের পূর্বেই আযান দিয়ে মুসলমানকে ধোকায় ফেলে দিয়েছো? একটু ভাবো তো যে, মুসাফিররা তোমার আযান শুনে ধোকা খেয়ে সফর শুরু দিবে, রোযাদাররা পানাহার করা বন্ধ করে দিবে অথচ এখনও সেহেরীর সময় রয়েছে। আমি ভয়ে ভয়ে বললাম: যদি আপনি আমার প্রাণের নিরাপত্তা দেন তবে আমি কিছু আরয করতে চাই? খলিফা বললো: তোমাকে নিরাপত্তা দেয়া হলো, বলো। অতঃপর আমি সেই অত্যাচারী অফিসার ও মহিলাটির সম্পূর্ণ ঘটনাটি খলিফাকে বললাম এবং আমার ক্ষতগুলোও দেখালাম। খলিফা রাগান্বিত হয়ে সিপাহীকে

www.dawateislami.net

আদেশ দিলেন: এখনই সেই অফিসার ও সেই মজলুম মহিলাকে আমার সমানে উপস্থিত করা হোক। কিছুক্ষণের মধ্যেই সিপাহীরা সেই অফিসার ও মহিলাটিকে খলিফার কাছে নিয়ে আসলো। খলিফা আমাকে একটি কক্ষে পাঠিয়ে দিলো আর মহিলা থেকে আসল ঘটনা জিজ্ঞাসা করলো তখন সেও তাই বললো যা আমি বলেছিলাম। খলিফা কয়েকজন নির্ভরযোগ্য মহিলা ও সিপাহীর সাথে এই মহিলাকে তার বাড়িতে পাঠিয়ে দিলো। অতঃপর খলিফা আমাকে ডাকলো আর সেই অফিসারকে জিজ্ঞাসা করলো: বলো! তুমি কত টাকা বেতন পাও? বলো! তুমি ব্যবসা করে কত টাকা লাভ করো? তোমার নিকট কয়টি বাঁদী রয়েছে? তোমার বাৎসরিক আয় কত? অত্যাচারী অফিসার তার অত্যধিক আয় ও বাঁদী সম্পর্কে বললো, তখন খলিফা বললো: এত নেয়ামত পাওয়ার পরও তুমি তোমার পাক পরওয়ার দিগার, খোদায়ে কাহহার ও জাব্বারের অবাধ্যতা করছো। হালাল বস্তুগুলো কি তোমার জন্য যথেষ্ট ছিলো না? তাই তুমি হারামের দিকে হাত বাড়িয়েছো। এবার তোমাকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি দেয়া হবে। অতঃপর খলিফার আদেশে সেই অফিসারকে শিক্ষণীয়ভাবে মৃতুদন্ড দেয়া হলো। ইমাম সাহেব বললেন: সমস্ত অফিসার, উজিররা এই দৃশ্য দেখেছিলো। ঐ অফিসার যার নিকট

www.dawateislami.net

তোমার সম্পদ ছিলো সেও সেখানে উপস্থিত ছিলো। খলিফা আমাকে সম্বোধন করে বললো: হে শায়খ! আমার এই রাজ্যে আপনি যেখানেই কোন খারাপ কাজ দেখবেন, যেখানেই কোন অত্যাচারীকে অত্যাচার করতে দেখবেন তবে তাকে বাধা দিবেন, সে যেই হোক। অতঃপর একজন বড় অফিসারের দিকে ইশারা করে বললেন: এই উচ্চ পদস্থ অফিসারও হোক না কেন এবং যদি কেউ আপনার বিরুদ্ধে সাহস দেখায়, আপনার কথা না শুনে তবে আমাকে সাথে সাথে অবহিত করবেন, আমার ও আপনার মাঝে 'আযান' নিদর্শন হয়ে গেলো। আপনি সময়ের পূর্বে আযান দিয়ে দিবেন, আমি বুঝে নিবো এবং আপনার আওয়াজ শুনার সাথেসাথেই আপনার সাহায্যে পৌঁছে যাবো। সকাল হলে এই সংবাদ পুরো শহরে ছড়িয়ে পড়লো, সকলেই আমার ক্ষমতা সম্পর্কে জেনে গেলো, সেইদিন থেকে আজ পর্যন্ত একবারও এমন হয়নি যে, আমি কাউকে ন্যায় বিচার পাইয়ে দিয়েছি আর সে ন্যায় বিচার পায়নি। খলিফার ভয়ে প্রত্যেকেই আমার প্রতিটি কথা সাথেসাথেই মেনে নেয়। এখনও পর্যন্ত আর কখনোই সময়ের পূর্বে আযান দেয়ার প্রয়োজন হয়নি। একথা বলে দর্জি তাঁর কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলো আর আমি বাড়ি ফিরে এলাম। **(উয়ুনুল হিকায়াত, ২/৩৮৫)**

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! অত্যাচারের পরিনতি কিরূপ ভয়ানক হয়ে থাকে। বুখারী শরীফে বর্ণিত রয়েছে; **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** অত্যাচারীকে সুযোগ দিয়ে থাকেন, এমনকি যখন তাকে পাকড়াও করেন তখন তাকে আর ছাড়েন না। এটি ইরশাদ করে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ১২তম পারা সূরা হুদের ১০২ নং আয়াত তিলাওয়াত করেন:

وَ كَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَاۤ اَخَذَ الْقُرٰى وَ هِيَ ظَالِمَةٌ ؕ اِنَّ اَخْذَهٗۤ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ ﴿۱۰۲﴾

(পারা ১২, সূরা হুদ, আয়াত ১০২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর অনুরূপই তোমার **রবের** পাকড়াও, যখন বস্তিগুলোকে পাকড়াও করেন তাদের অত্যাচারের কারণে। নিশ্চয় তার পাকড়াও বেদনাদায়ক, কঠিন।

হামেশা হাত ভালাই কে ওয়াসতে উঠে
বাঁচানা যুলম ও সিতম সে মুঝে সদা ইয়া রব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা থেকে যেমন অত্যাচারীর অত্যাচারের শিক্ষণীয় পরিনতি সম্পর্কে জানা যায়, তেমনিভাবে "আযান" এর বরকতে শুধু অত্যাচারেরও পরিসমাপ্তি হয়নি বরং আযানের বরকতে একজন সাধারন মানুষের যুগের বাদশাহ পর্যন্ত শুধু সম্পর্ক তৈরী হয়নি বরং এত বড় ক্ষমতা অর্জিত হয়ে গেলো যে, তিনি যেনো দেশ থেকে অপরাধ নির্মূল করে দেন।

www.dawateislami.net

সর্বপ্রথম আযান কে দিয়েছে?

আযানের শাব্দিক অর্থ: সাবধান করা। আপনারা কি জানেন যে, সর্বপ্রথম "আযান" কে দিয়েছে? চলুন শুনা যাক! হযরত জিব্রাইল আমিন (عَلَيْهِ السَّلَام) মেরাজের রাতে বায়তুল মুকাদ্দাসে (সর্বপ্রথম আযান) দিয়েছিলেন, যখন **রাসূলে পাক** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) সকল নবীদেরকে নামায পড়িয়েছিলেন, কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে হিজরতের পর প্রথম হিজরীতে শুরু হয়েছিলো। (মিরাত, ১/৩৯৯)

প্রিয় নবী ﷺ একবার আযান দিয়েছেন

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সফরে একবার আযান দিয়েছিলেন এবং কলেমাতে শাহাদাত এভাবে বলেন: اَشْهَدُ اَنِّیْ رَسُوْلُ الله "অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি **আল্লাহর রাসূল**।" (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৫/৩৭৫)

মিনারে সর্বপ্রথম আযান প্রদানকারী

শহরে মিনারে উঠে সর্বপ্রথম আযান প্রদানকারী ছিলেন হযরত শুরাহবিল বিন আমের মুরাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ।

(আল হাদিকাতুন নাদীয়া, ১/১৩৫)

www.dawateislami.net

আতঙ্কিত অবস্থায় আযান

বর্ণিত আছে: যখন আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) কে হিন্দুস্থানে অবতরণ করেন, তখন তিনি আতঙ্কিত হয়ে গিয়েছিলেন, তখন জিব্রাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) নেমে এসে আযান দেন। **(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৫/১২৩, হাদীস ৬৫৬৬)**

আল্লাহর যিকির রহমত অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যম

আমার আক্বা, আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আযান হলো **আল্লাহ**র যিকির আর **আল্লাহ**র যিকির রহমত অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যম। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৫/৩৭০)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে যখন **আল্লাহ পাকে**র রহমত অবতীর্ণ হবে তখন বালা, মুসিবত, বিপদাপদ, রোগ বালাই, পেরেশানি ইত্যাদি দূর হয়ে যাবে। অতএব হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: **আল্লাহ পাকে**র **সর্বশেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে ইরশাদ করেন: হে আলী! আমি তোমাকে চিন্তিত দেখতে পাচ্ছি, তোমার পরিবারের কাউকে বলো যে, তোমার কানে আযান দেয়, আযান দুঃখ ও দুশ্চিন্তা দূর করে। **(জামেউল আহাদীস, ১৫/৩৩৯, হাদীস: ৬০১৭)** এই বর্ণনা উদ্ধৃত করার পর আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

www.dawateislami.net

“ফতোওয়ায়ে রযবীয়া শরীফ” ৫ম খন্ডের ৬৬৮ পৃষ্ঠায় বলেন: মওলা আলী (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ) ও মওলা আলী পর্যন্ত যত বর্ণনাকারী (অর্থাৎ এই হাদীসটির বর্ণনাকারী) ছিলো সবাই বলেন: فَجَرَّبۡتُہُ فَوَجَدۡتُّہُ (আমরা এটি পরীক্ষা করেছি তখন আমরা তেমনই পেয়েছি)।

আযান কি নামাযের জন্যই নির্ধারিত?

অনেকে মনে করে যে, আযান শুধুমাত্র নামাযের জন্যই দেয়া হয়, নামায ব্যতীত অন্য কোন সময়ে দেয়া যাবে না, এই বিষয়টি বিশুদ্ধ নয়, এখনই যেই বর্ণনাটি বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আদম عَلَیۡہِ السَّلَام জান্নাত থেকে পৃথিবীতে আগমন করলে তাঁর আতঙ্ক ও অস্থিরতা দূর করার জন্য হযরত জিব্রাঈল عَلَیۡہِ السَّلَام যেই আযান দিয়েছিলেন তা কোন নামাযের জন্য ছিলো না, অনুরূপভাবে **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যা মওলা আলী মুশকিল কোশা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে চিন্তিন দেখে ইরশাদ করেছিলেন যে, নিজের পরিবারের কাউকে বলো যেন তোমার কানে আযান দেয়, এই আযানও কোন নামাযের জন্য ছিলো না। তাছাড়া শাফেয়ী মাযহাবের কিতাবে নামায ব্যতীত সাধারনত অন্যান্য এরূপ সময়ে আযান দেয়া সুন্নাত (বলা হয়েছে)।

(তুহফাতুল মুহতাজ লিইবনে হাজর হায়তামী, ১/১৬৫)

www.dawateislami.net

নামায ব্যতীত আযান দেয়ার কয়েকটি স্থান

আযানের আসল আবিস্কার তো নামাযের জন্যই ছিলো, অতঃপর অন্যান্য সময়েও ব্যবহার হয়েছে। মনে রাখবেন! ইসলাম অন্যান্য সময়েও আযান দেয়া পছন্দ করেছে, তার মধ্যে কয়েকটি হলো: (১) সন্তান জন্ম হলে ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামত দেয়া সুন্নাত। (২) যেখানে জ্বীনের প্রভাব থাকে সেখানে আযান দেয়া হয়। (৩) যখন বাহনের পশু অবাধ্য হয়ে যায়। (৪-৭) বদমেজাজী লোক বা পশুর কানে, বিষন্নতা, মৃগী রোগ এবং রাগান্বিত ব্যক্তির কানে (৮) আগুন লাগলে (৯) রাস্তা হারিয়ে যাওয়া অবস্থায় (১০) মহামারির সময় (১১) মৃতের দাফনের পর।

(নুজহাতুল ক্বারী, ২/২৯৬। বাহারে শরীয়াত, ৩য় অংশ, ১/৪৬৬)

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه আযানের সময়কে আরবী শেরের মধ্যে এভাবে বর্ণনা করেন, যা মুখস্ত করে নিলে আযানের এই সময়গুলো মনে রাখা সহজ হতে পারে।

فَرْضُ الصَّلٰوةِ وَفِيْ اُذُنِ الصَّغِيْرِ وَفِي　　وَقْتِ الْحَرِيْقِ وَالْحَرْبِ الَّذِیْ وَقَعَا

خَلْفِ الْمُسَافِرِ وَالْغَيْلَانِ اِنْ ظَهَرَتْ　　فَحُفَظْ لِستٍّ مِنَ الَّذِیْ قَدْ شَرَعَا

وَزِيْدَ اَرْبَعٌ ذُوْهَمٍّ وَ ذُوْغَضَبٍ　　مُسَافِرٌ ضِلَّ فِیْ نَفْرٍ وَمَنْ صَرَعَا

ফরয নামাযের জন্য, সন্তানের কানে, আগুন লাগলে, মারাত্মক লড়াই হলে, মুসাফির চলে যাওয়ার পর, জ্বীন প্রকাশ হলে, রাগান্বিত ব্যক্তির উপর, পথ ভুলে যাওয়া ব্যক্তির জন্য এবং মৃগী রোগীর জন্য। (জাআল হক, ২৫২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

করোনা ভাইরাসের রোগীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গত কয়েক মাসে সারা পৃথিবীতে একটি মারাত্মক রোগ "করোনা ভাইরাস" ভয় ও আতঙ্ক ছড়িয়ে রেখেছে, এই পর্যন্ত যত আশিকানে রাসূল করোনা ভাইরাসের কারণে মৃত্যুবরন করেছে **আল্লাহ পাক** সকল আশিকানে রাসূলের বিনা হিসাবে ক্ষমা করুক এবং তাদের পরিবারকে ধৈর্যধারন ও ধৈর্যধারনের জন্য উত্তম প্রতিদান করুক। **আল্লাহ পাকের** দরবারে দোয়া যে, করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত যত আশিকানে রাসূল দুনিয়ার যেই হাসপাতাল, ঘর ইত্যাদিতে বন্ধ (কোয়ারেন্টাইনে) রয়েছে তাদের অবস্থার প্রতি দয়ার দৃষ্টি প্রদান করো এবং তাদেরকে নেকী সমৃদ্ধ, ইবাদত সমৃদ্ধ, রিয়াযত সমৃদ্ধ এবং দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি কাজে অতিবাহিতকারী দীর্ঘ জীবন দান করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

আমীরে আহলে সুন্নাতের ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের আদেশের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ২৯ রজব ১৪৪১ হিজরিতে কিছুটা এভাবে ঘোষণা করেন: উম্মতের কল্যাণ ও করোনা ভাইরাস দূর হয়ে যাওয়ার জন্য ওলামায়ে আহলে সুন্নাত রাত ১০টায় ঘরে আযান দেয়ার আদেশ দিয়েছেন, আমিও নিয়্যত করছি যে, اِنْ شَآءَ الله প্রতিদিন আযান দিবো, পুরো পৃথিবীর আশিকানে রাসূল (সেখানকার অবস্থার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে) নিজের ঘরে আযান দিন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আযানের আওয়াজ যতটুকু যাবে সব কিছুই মাগফিরাতের জন্য দোয়া করে থাকে, আযানের মাধ্যমে **আল্লাহ পাকের** রহমত অবতীর্ণ হয়, বিপদাপদ দূর হয়, শয়তান ও অবাধ্য জ্বীনেরা পালিয়ে যায়, দুঃখ ও কষ্ট দূর হয়, আতঙ্ক দূর হয় এবং অন্তরে প্রশান্তি নসীব হয়। রাতে বা যেকোন সময় যাতে শ্রবনকারীর নামাযের জন্য আযান হিসাবে সন্দেহ না হয়, ঘরের কেউ ঘুমানো, নামাযী বা অসুস্থ রোগীর কষ্টের প্রতি খেয়াল রেখে যেখানে রয়েছেন সেখানে যেমন; ঘর, দোকান, অফিস, ফ্যাক্টরী ইত্যাদিতে এবং মুয়াজ্জিন সাহেবরা নিজ নিজ মসজিদে অযু সহকারে

www.dawateislami.net

কিবলামুখি হয়ে দাঁড়িয়ে দরূদ ও সালাম পাঠ করে আযান দেয়ার সৌভাগ্য অর্জন করুন, যাতে **আল্লাহ পাক** এর বরকতে করোনা ভাইরাস ও অন্যান্য বিপদাপদ থেকে **আপন প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুঃখী উম্মতকে মুক্তি দেন।

যামানে কে মাসায়িব নে ইলাহী ঘে'রে রাখা হে
পায়ে শাহে মদীনা দূর হোঁ রঞ্জ ও আলম মওলা
রাসূলে পাক কি দুখীয়ারি উম্মত পর এনায়ত কর
মরিযোঁ, গমযাদোঁ, আ'ফত নসীবোঁ পর করম মওলা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বিপদাপদ থেকে মুক্তির জন্য আযান দেয়া সুন্নাত

হযরত আল্লামা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: বিপদাপদ ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির জন্য আযান দেয়া সুন্নাত।

(মিরকাত, ২/৩৩০)

করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার সময় এই বিপদ ও পেরেশানির সময়ও খুব বেশি আযান দিন, হয়তো! এই যিকিরে **ইলাহী**র কারণে **আল্লাহ পাকের** এমন রহমত বর্ষিত হবে, **আল্লাহ পাকের** এমন রহমত বর্ষিত হবে যে, শুধু করোনা ভাইরাসই নয় বরং করোনা তার সাথে অসংখ্য রোগ বালাই নিয়ে আমাদের কাছ থেকে দূর হয়ে যাবে।

www.dawateislami.net

আমার আক্বা, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট **ফতোওয়ায়ে রযবীয়া** ২৩তম খন্ডে একটি প্রশ্ন করা হয়েছিলো, আমি সেই প্রশ্ন ও উত্তর সহজ ভাষায় বর্ণনা করছি।

প্রশ্নঃ ওলামায়ে দ্বীন এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন, লোকেরা রোগ ও মহামারি ছড়িয়ে পড়ার সময় এবং ঝড় ও প্রবল তুফানের সময় আযান দিয়ে থাকে, এই কাজটি কি শরয়ীভাবে জায়িয নাকি জায়িয নয়?

উত্তরঃ জায়িয আর জায়িয হওয়ার বিষয়টি হাদীসে পাকে রয়েছে: **আল্লাহ**র যিকির থেকে বেশি কোন কিছু **আল্লাহ পাকে**র আযাব থেকে মুক্তি প্রদানকারী নেই। অতঃপর যখন তোমরা আযাব দেখবে তখন সেই অবস্থায় **আল্লাহ পাকে**র যিকিরের মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করো। আর কোরআনে পাকে ইরশাদ হচ্ছে:

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَىٕنُّ الْقُلُوْبُ ﴿۲۸﴾

(পারাঃ ১৩, সূরাঃ রাআদ, আয়াতঃ ২৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ শুনে নাও! **আল্লাহ**র স্মরণেই অন্তরের প্রশান্তি রয়েছে।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/১৭৪)

হার সু হোঁ জব ওয়াবাওঁ কে ছায়ে, আযান দো
দুনিয়া মরিয হো তো দাওয়ায়ে আযান দো

www.dawateislami.net

তুফানো কে মৌড়নে কি তাওয়ানায়ি ইস মে হে
গরদিশ কভী জু আ'খ দেখায়ে, আযান দো
ফির বিজলিয়াঁ না বরসে গী, ফয়যান বরসে গা
বা'দল মুসিবতোঁ কা জু ছায়ে, আযান দো
হার রৌশনি সে বড় কে উজালা আযাঁ কা হে
বে নূর হে জাহাঁ, তু যিয়ায়ে আযান দো
রাদ্দে বালা, বাহারে আতা, নুসখা শিফা
হে কিতনে ফয়য ইস মে সামায়ে, আযান দো
মুরঝায়ি কায়েনাত মে আ'য়ে গী তাজগী
জব মুশকিলো কি ধুপ সাতায়ে, আযান দো
তুম কো আগর সুঝায়ি না দেয় জিন্দেগী কি রাহ
জব দাউরে মুশকিলাত কা আয়ে, আযান দো
নগমা হো সাথ সাথ দরূদ ও সালাম কা
ইশকে নবী জিগর মে বাসায়ে আযান দো
দরকার হে ফরিদী আগর মুসকুরাহাটেঁ
তুম আহ অউর ফগাঁ কে বেজায়ে, আযান দো

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ পাককে সন্তুষ্ট করে নিন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একদিকে করোনা ভাইরাসের ভয়, অপরদিকে লক ডাউনের আপদ, গরীব হোক বা ধনী প্রায় সকলেই পেরেশানগ্রস্থ হয়ে বিষন্নতায় আচ্ছন্ন যে, জানিনা ভবিষ্যতে কি হবে, **আল্লাহ পাক** আমাদের সবার প্রতি

www.dawateislami.net

তাঁর বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ করুক, এই আপদ ও পেরেশানির সময়ে **আল্লাহ**র যিকির করে আযান দিয়ে, সালাত ও সালাম পাঠ করে, একাগ্রতার সহিত দোয়া প্রার্থনা করে আপন রব্বে করীমকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করুন।

আযানে বরকতে বন্যা দুর হয়ে গেলো (ঘটনা)

হযরত আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উদ্ধৃতিতে লিখেন: একবার বাগদাদে বন্যা হলো, একপর্যায়ে পুরো শহর ডুবে যাওয়ার উপক্রম হলো। তখনই একজন নেককার বান্দা স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি দজলা নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে আছেন আর বলছেন: "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ বাগদাদ ডুবে গেলো।" এমন সময় দু'জন ব্যক্তি এলো, একে অপরকে জিজ্ঞাসা করলো: তোমার প্রতি কোন বিষয়ের আদেশ হয়েছে? বললো: আমাকে বাগদাদ ডুবিয়ে দেয়ার আদেশ হয়েছিলো কিন্তু পরবর্তীতে আমাকে নিষেধ করে দেয়া হলো। জিজ্ঞাসা করলো: কেন? বললো: রাতের ফিরিশতারা **আল্লাহ পাকে**র দরবারে আরয করলো যে, আজ রাতে বাগদাদে অন্যায়ভাবে ৭০০ জন মহিলার সম্মানের উপর হাত দেয়া হয়েছে, যার কারণে **আল্লাহ পাক** অসন্তুষ্ট হলেন এবং বাগদাদকে ডুবিয়ে

www.dawateislami.net

দেয়ার আদেশ দিলেন কিন্তু অতঃপর সকালের ফিরিশতারা আরয করলো যে, আজ সকালে বাগদাদে ৭০০টি আযান ও ইকামত হয়েছে। **আল্লাহ পাক** এর বরকতে ক্ষমা করে দিলেন (অর্থাৎ সম্মিলিত আযাব দিলেন না)। অতঃপর চোখ খুললে তখন দেখলেন পানি নেমে গেছে। **(ফয়যুল কদীর, ১/২৩৭)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণিত আছে: যেই বসতিতে আযান দেয়া হয়, **আল্লাহ পাক তাঁর** আযাব থেকে সেইদিন তাতে নিরাপত্তা প্রদান করেন। **(মু'জাম কবীর, ১/২৫৭, হাদীস ৭৪৬)**

হযরত আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় লিখেন: না উপর (অর্থাৎ আসমান) থেকে বালা আসবে, না নিচে (অর্থাৎ মাটি) থেকে, না তার উপর শত্রু প্রাধান্য লাভ করবে। তাছাড়া মাটিতে ধ্বসে যাওয়া, আকৃতি পরিবর্তন হয়ে যাওয়া এবং পাথর বর্ষন ইত্যাদি (আযাব) থেকেও নিরাপদ থাকবে। **(ফয়যুল কদীর, ১/৩২৬)**

মিটা দেয় সারি খাতায়েঁ মেরী মিটা ইয়া রব
বানা দেয় নেক বানা নেক দেয় বানা ইয়া রব
বুরাইয়োঁ পে পামিমাঁ হোঁ রহম ফরমা দেয়
হে তেরে কহর পে হাভী তেরী আতা ইয়া রব

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

নামাযও পড়া যাবে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ফিকহী হানাফির খুবই নির্ভরযোগ্য কিতাবে রয়েছেঃ মহামারী ছাড়িয়ে পড়লে বা ভূমিকম্প এলে অথবা শত্রুর ভয় হলে কিংবা মারাত্মক কোন সমস্যা হলে এসব কিছুর জন্য দুই রাকাত নামায পড়া মুস্তাহাব। **(ফতোওয়ায়ে হিন্দিয়া, ১/১৫৩। দুররে মুখতার, ৩/৮০)**

মহামারীর সময় আযান দেয়া সম্পর্কে একটি কিতাব লিপিবদ্ধ হয়েছে

হে আশিকানে রাসূল! আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ "মহামারীর সময় আযান দেয়া" সম্পর্কে সম্পূর্ণ একটি কিতাব "نَسِيْمُ الصَّبَا فِيْ اَنَّ الْاَذَانَ يُحَوِّلُ الْوَبَاءَ" অর্থাৎ রোগবালাই দূর করার জন্য আযানের ব্যাপারে সকালের মনমুগ্ধকর বাতাসের বর্ণনা নামে লিপিবদ্ধ করেন। (হায়! এই কিতাবটি আলা হযরতের অন্যান্য কিতাবের মতো পাওয়া যায়না।)

আযান নিরাপত্তার মাধ্যম

সায়্যিদী আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কবরে আযান দেয়ার ব্যাপারে কোরআন ও হাদীসের আলোকে সম্পূর্ণ একটি

www.dawateislami.net

পুস্তিকা "اِیْذَانُ الْاَجْرِ فِیْ اَذَانِ الْقَبْرِ" নামে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর এই পুস্তিকার এক স্থানে যা লিপিবদ্ধ করেছেন তা সহজ ভাষায় উপস্থাপন করছি: (কবরে আযান দেয়ার) অস্বীকারকারী এবং এতে আপত্তিকারীরা বলে যে, আযান তো শুধু নামাযের ঘোষণার দেয়া হয় এবং এখানে অর্থাৎ কবরে কোন নামায রয়েছে যার জন্য আযান দেয়া হচ্ছে? এই অজ্ঞতা তাকেই মানায়, সে জানে না যে, আযানে কি কি উদ্দেশ্য ও উপকারীতা রয়েছে, পবিত্র শরীয়তে নামায ব্যতীত কোন কোন সময়ে আযান দেয়া মুস্তাহাব বলা হয়েছে (যার বিস্তারিত প্রথমদিকে দেয়া হয়েছে)। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই পুস্তিকার খুতবায় বলেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ جَعَلَ الْاَذَانَ عَلَمَ الْاِیْمَانِ وَسَبَبَ الْاَمَانِ وَسَكِیْنَةَ الْجِنَانِ وَمُنْفَاةَ الْاَحْزَانِ وَمَرْضَاةَ الرَّحْمٰنِ অর্থাৎ সকল প্রশংসা ঐ **আল্লাহ পাকের** জন্য **যিনি** আযানকে ঈমানের নিদর্শন এবং নিরাপত্তার উপলক্ষ্য, অন্তরের প্রশান্তি এবং দুঃখ দূরকারী ও নিজের সন্তুষ্টির মাধ্যম বানিয়েছেন।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৫/৬৫৩)

শয়তান পালিয়ে যায়

আল্লাহ পাকের দয়ায় অদৃশ্যের সংবাদ প্রদানকারী **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন নামাযের

www.dawateislami.net

আযান দেয়া হয় তখন শয়তান বায়ু ত্যাগ করে পালিয়ে যায়, যাতে আযান না শুনে। (বুখারী, ১/২২২, হাদীস ৬০৮)

হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: নামাযে ডাকার জন্য (আযান) দেয়া হোক বা অন্য কোন উদ্দেশ্য দেয়া হোক, যেমন সন্তানের কানে বা দাফনের পর ইত্যাদি। لِلصَّلٰوۃ (অর্থাৎ নামাযের জন্য) এই কারনেই ইরশাদ করেছেন, যাতে কেউ আযানের শাব্দিক অর্থ ভেবে না বসে। এখানে (শয়তানের) পালিয়ে যাওয়া প্রকাশ্য অর্থই উদ্দেশ্য এবং আযানে শয়তান পালিয়ে যাওয়ার প্রভাব রয়েছে, তাই প্লেগ ছড়িয়ে পড়ার সময় আযান দেয়া হয় যে, এই মহামারী জ্বীনের প্রভাবে হয়ে থাকে। বাচ্চার কানে এই কারণেই আযান দেয়া হয়, কেননা তার জন্মের সময় (জ্বীন) উপস্থিত থাকে, যার মারের কারণে বাচ্চা কান্না করে থাকে। দাফনের পর কবরের মাথার দিকে আযান দেয়া হয়, কেননা তখন মৃতের পরীক্ষা ও শয়তানের প্ররোচনার সময়, এর বরকতে শয়তান পালিয়ে যাবে, তাছাড়া মৃতের অন্তরে প্রশান্তি লাভ হবে, নতুন ঘরে মন লেগে যাবে, নকীরাইনের প্রশ্নের উত্তর মনে পড়ে যাবে। (তাছাড়া) বায়ু ত্যাগ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, খুবই অপদস্থতা ও ভয়, কেননা এরূপ অবস্থায় ভীতুরাই বায়ু ত্যাগ করে পালায়। (মিরাত, ১/৪০৯)

www.dawateislami.net

অন্তরের প্রশান্তি

ফতোওয়ায়ে রযবীয়ায় রয়েছে: আযান আতঙ্ক দূর হওয়া এবং প্রশান্তি লাভের মাধ্যম, কেননা তা হলো **আল্লাহ**র যিকির আর **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَىٕنُّ الْقُلُوْبُ ﴿۲۸﴾

(পারা ১৩, সূরা রাআদ, আয়াত ২৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: শুনে নাও! **আল্লাহ**র স্মরণেই অন্তরের প্রশান্তি রয়েছে।

এজন্য **আল্লাহ**র যিকির সর্বদা সকল স্থানেই পছন্দনীয় ও উত্তম কাজ, যা কখনোই নিষেধ হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বিশেষ অবস্থায় শরীয়তের পক্ষ থেকে নিষেধ করা হয়নি এবং আযানও নিশ্চিত **আল্লাহ**র যিকির, তারপরও জানিনা **আল্লাহ**র যিকির করতে নিষেধ করার কারণ কি, আমাদের প্রতি আদেশ রয়েছে যে, প্রতিটি পাথর, গাছের পাশে **আল্লাহ**র যিকির করো। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৫/৬৬৭-৬৭০)

ওয়াসফ বয়াঁ করতে হে সারে, সঙ্গ ও শজর অউর চাঁন্দ সিতারে
তাসবীহ হার খুশক ও তর হে ইয়া আল্লাহু ইয়া আল্লাহ

অধিকহারে আল্লাহর যিকির করুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই বিষয়ে কোন মুসলমানের সন্দেহ হতে পারে না যে, সম্পূর্ণ আযান **আল্লাহ**

www.dawateislami.net

পাক এবং **তাঁর সর্বশেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিকিরে সম্বলিত, এই বিষয়টি প্রমাণিত এবং স্বীকৃত, **আল্লাহ পাক তাঁর** যিকিরের ব্যাপারে কোরআনে করীমে ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ﴿۴۱﴾

(পারা ২২, সূরা আহযাব, আয়াত ৪১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! **আল্লাহ**কে অধিক স্মরণ করো।

সাহাবী ইবনে সাহাবী, জান্নাতী ইবনে জান্নাতী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا এই আয়াতের আলোকে বলেন: **আল্লাহ পাক তাঁর** বান্দার উপর যা ইবাদত নির্ধারণ করেছেন, তার একটি সীমা রয়েছে যে, এতটুকু করো এবং যদি কোন অপারগতা পাওয়া যায় তবে তাতে ছাড়ও রয়েছে যে, করো না, শুধুমাত্র **আল্লাহ পাকে**র যিকির ব্যতীত, কেননা **আল্লাহ পাকে**র যিকিরের কোন সীমা নেই যে, এতটুকু করো, এর বেশি করো না। (**আল্লাহ পাকে**র যিকির অধিকহারে করো, সকাল সন্ধ্যা করো, জলে ও স্থলে করো, সুস্থতায় ও অসুস্থতায় করো, প্রকাশ্যে ও গোপনের সর্বাবস্থায় করো।) মহান তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত ইমাম মুজাহিদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **আল্লাহ পাকে**র অধিকহারে যিকির করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, তুমি **আল্লাহ পাকে**র যিকিরকে কখনোই ভূলে যেওনা।

(তাফসীরে বাগভী, ৩/৪৬০)

www.dawateislami.net

ইয়া ইলাহী দেখা হাম কো ওহ দিন ভি তু
আ'বে যমযম সে করে কে হারাম মে অযু
বা'আদব শউক সে বে'ট কে কিবলা রু
মিল কে হাম সব কাহেঁ এক যবাঁ হু বাহু

اَللّٰہُ اَللّٰہُ اَللّٰہُ اَللّٰہُ

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

সর্বোত্তম দোয়া

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত আল্লামা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: كُلُّ دُعَاءٍ ذِكْرٌ وَكُلُّ ذِكْرٍ دُعَاءٌ "অর্থাৎ প্রতিটি দোয়াই হলো যিকির আর প্রতিটি যিকিরই হলো দোয়া।" (মিরকাত, ৫/১৩৫) নিশ্চয় বিপদাপদ ও পেরেশানি এবং কঠিন বিপদ ও অসুস্থতার সময় **আল্লাহ পাকের** কাছে দোয়া করা উচিৎ।

আযানের পর দোয়া কবুল হয়ে থাকে, সুতরাং বিপদগ্রস্থের উচিৎ, সেই সময় দোয়া প্রার্থনা করা। (মিরাত, ১/৪১২) আযান স্বয়ং একটি দোয়া বরং উত্তম দোয়া সমূহের অন্তর্ভূক্ত যে, তা হলো **আল্লাহর** যিকির এবং **আল্লাহর** যিকির হলো দোয়া, যেমনটি পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে, সুতরাং করোনা ভাইরাসের যে আপদ ও মহামারি ছড়িয়ে পড়েছে, তা থেকে মুক্তি **আল্লাহ পাকের** রহমতে **আল্লাহ পাকের** যিকির

www.dawateislami.net

দ্বারাই অর্জিত হবে এবং **আল্লাহ পাকে**র যিকির সবচেয়ে বড় জিনিস যা এই আপদকে দূর করবে আর এ থেকে মুক্তি দিবে, কেননা আযান **আল্লাহ**র যিকির এবং **আল্লাহ**র যিকিরের সমান **আল্লাহ**র গযব ও আযাব থেকে মুক্তি প্রদানকারী, বালা, দুঃখ ও পেরেশানিকে দূর কারী কোন জিনিস নেই।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪/১৮১)

রহমতের বর্ষন

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন লোকেরা কোন স্থানে একত্রিত হয়ে **আল্লাহ পাকে**র যিকির করে তখন ফিরিশতারা তাদের ঢেকে নেয় এবং তাদের উপর রহমত ছেয়ে যায় আর তাদের উপর স্বস্তি ও প্রশান্তি অবতীর্ণ হওয়া শুরু হয়ে যায়। **(মুসলিম, ১১১১ পৃষ্ঠা, হাদীস ৬৮৫৫)**

হে আশিকানে রাসূল! এরূপ উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে করোনা ভাইরাসের কারণে মৃত্যুর সংবাদ আসছে এবং একটি আতঙ্কজনক পরিবেশ হয়ে গেছে যদি আমাদের **আল্লাহ পাকে**র দয়া ও স্বস্তি ও প্রশান্তি চাই তবে **আল্লাহ পাকে**র যিকিরের বরকতে নসীব হবে এবং আযান হলো **আল্লাহ পাকে**র যিকিরই। খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, করোনা ভাইরাস থেকে মুক্তির জন্য আযান (অর্থাৎ **আল্লাহ পাকে**র যিকির)

www.dawateislami.net

শুনে খুশি হওয়ার পরিবর্তে কিছু মূর্খ মুসলমান দাবীকারীরা আপত্তি করে থাকে, অথচ আযান দেয়াতে অভিশপ্ত শয়তান ব্যতীত আর কারো কোনরূপ ক্ষতি নেই, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আযান বিপদ দূর করে। (মিরাত, ১/৪১৩)

পবিত্র আহলে বাইতের ভালবাসা আমার অন্তরের অন্তস্থলে রয়েছে (ঘটনা)

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বাল্যকালে মুরশিদের শহরে একবার মহামারী ছড়িয়ে পড়েছিলো, তখন তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর সমবয়সী ছেলেদের সাথে অলিগলিতে পবিত্র আহলে বাইতের শান ও মহত্বের ওসীলায় এভাবে আরবী শের পাঠ করতেন, যা অন্যান্য ছেলেরা পূনরাবৃত্তি করতো....

لِيْ خَمْسَةٌ أُطْفِئُ بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاطِمَة اَلْمُصْطَفٰى وَالْمُرْتَضٰى وَابْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَة

{অর্থাৎ আমার জন্য পাঁচজন (মনিষী) রয়েছে, তাঁদের মাধ্যমে ভেঙ্গে চুড়ে দেয়া মহামারির গরম নিভিয়ে দিচ্ছি, আর

www.dawateislami.net

সেই পাঁচজন (মনিষী) হলেন (১) হযরত **মুহাম্মদে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (২) হযরত আলী মুরতাদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ (৩ ও ৪) তাঁর উভয় শাহজাদা ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا (৫) এবং সায়্যিদা ফাতিমাতুয যাহারা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا}

চৌরাস্তা, গলি ইত্যাদিতে মহামারি থেকে মুক্তি অর্জনের নিয়্যতে আযান দিতেন, তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: শিশুদের এতে এমন আগ্রহ ছিলো যে, অনেক শিশু জড়ো হয়ে যেতো এবং গলিতে এটি পাঠ করতে করতে যেতো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এভাবে **আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর সর্বশেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিকির করা হতো, এর বরকেত উত্তম একটি পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যেতো আর اَلْحَمْدُ لِلّٰه পবিত্র আহলে বাইতের ভালবাসা আমাদের অন্তরের অন্তস্থলে রয়েছে।

(মাদানী চ্যানেলের অনুষ্ঠান; হৃদয়ে প্রশান্তি, ৫ ও৬ পর্ব)

আমীরে আহলে সুন্নাতের কি চমৎকার শান

মুরশিদের দেশের প্রসিদ্ধ সুকণ্ঠের অধিকারী নাত পরিবেশনকারী "আলহাজ্ব সিদ্দিক ইসমাঈল সাহেব" বলেন যে: اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বাল্যকালে সাথেই থাকতাম এবং আমরা সবাই মিলে বাদামি মসজিদ থেকে পুরো এলাকায় উল্লেখিত দোয়ার শেরটি পাঠ করতে করতে চক্কর লাগাতাম এবং আযান দিতাম।

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه এত অল্পবয়স থেকেই তাঁর দ্বীনের প্রতি আগ্রহ ছিলো, যেনো শুরু থেকেই তাঁর প্রতি **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর সর্বশেষ নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিশেষ দয়া ছিলো। **আল্লাহ পাকের** রহমত আমীরে আহলে সুন্নাতের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ পাকের পছন্দনীয় বান্দাদের ওসীলা

ফতোওয়ায়ে রযবীয়ায় আমার আক্বা আলা হযরত رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ থেকে মহামারির সময়ে রাতে গলিতে এই শেরটি পাঠ করার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: শে'রের বিষয়বস্তু উত্তম এবং **আল্লাহর** প্রিয়দের ওসীলা অতি উত্তম। (অর্থাৎ এই শেরটি ভাল এবং **আল্লাহ পাকের** পছন্দনীয় বান্দাদের ওসীলায় দোয়া করাও উত্তম কাজ।)

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪/১৮০)

ফযল কর রহম কর তু আতা কর
অউর মুয়াফ এ্যয় খোদা হার খতা কর
ওয়াসেতা পাঞ্জাতনে পাক কা হে
ইয়া খোদা তুঝ সে মেরি দোয়া হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আযানের কিছু শরয়ী মাসআলা

(১) নামাযের আযান ব্যতীত অন্যান্য আযানেরও উত্তর দিতে হবে। (২) حَیَّ عَلَی الصَّلٰوۃ ডান পাশে মুখ করে বলবে আর حَیَّ عَلَی الْفَلَاح বাম পাশে মুখ করে, যদিও আযান নামাযের জন্য নাও হয় বরং যেমন; শিশুর কানে বা অন্য কোন কারণে দেয়া হোক, এই ফেরানোটা শুধু মুখের পুরো শরীর ফেরানো নয়। (৩) আযানে বাক্য থেমে থেমে বলা, اَللّٰہُ اَکْبَر، اَللّٰہُ اَکْبَر উভয় মিলে একটি বাক্য, উভয়ের পর সাকতা করা (অর্থাৎ থামা) মাঝখানে নয় এবং সাকতার পরিমাণ হলো যে, উত্তর প্রদানকারী যেনো উত্তর দিতে পারে এবং সাকতা বর্জন করা মাকরূহ আর এরূপ আযান পূরনায় দেয়া মুস্তাহাব।

(বাহারে শরীয়াত, ১/৪৬৯, ৩য় অংশ)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

মহামারি দূর করার আরো একটি ওযীফা

ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ বলেন: প্লেগ ইত্যাদি মহামারিকে দূর করার সবচেয়ে বড় বিষয়ের মধ্যে একটি হলো **নবীয়ে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করা।

(বযলুল মাউন ফি ফদলে তাউন, ৩৩৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

হে আশিকানে রাসূল! আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে আপন বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ দান করুক, আমাদেরকে করোনা ভাইরাসসহ সকল প্রকার আসমানী ও জমিনী বালা মুসিবত থেকে নিরাপদ রাখুক, **তুমি ও তোমার সর্বশেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর স্মরণে লিপ্ত থাকার তৌফিক দান করো, করোনা ভাইরাসসহ অন্যান্য বিপদাপদ ও রোগবালাই থেকে বাঁচার জন্য দরূদ ও সালাম এবং আযান দেয়ার বিশেষ ব্যবস্থা করুন তাছাড়া সম্ভব হলে নিজের ঘরে সোয়া লক্ষবার "يَا سَلَامُ" এর ওযীফাও পাঠ করুন, **আল্লাহ পাকের** দয়া হলে করোনা ভাইরাসসহ অন্যান্য রোগবালাই থেকেও নিরাপত্তা লাভ হবে।

গুনাহ থেকে সত্যিকার তাওবা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক তাওবাকে এমন উত্তম একটি জিনিষ বানিয়েছেন যে, অনেক সময় গুনাহের প্রতি লজ্জা ও তাওবা রোগবালাই এবং পেরেশানি থেকে মুক্তির কারণ হয়ে যায়, বর্ণিত আছে: ৪৪৯ হিজরীতে আজারবাইজান, ওয়াসেত ও কুফায় মহামারি ছড়িয়ে পড়ে, যার কারণে অসংখ্য মানুষ আক্রান্ত হয়ে যায় এবং মানুষ চিন্তিত হয়ে যায়। **আল্লাহ পাকের** দরবারে সবাই তাওবা

www.dawateislami.net

করলো, মদ ফেলে দিলো, গান বাজনার সরঞ্জামাদী ভেঙ্গে ফেললো। (শাযরাতুল যাহাব, ৩/৪৫৫) করোনা ভাইরাসের ভয়ে নয় বরং শুধুমাত্র **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্যই সত্য অন্তরে নিজের সকল গুনাহ থেকে তাওবা করে নিন, যদি আপনার দায়িত্বে কাযা নামায থাকে তবে দ্রুত তা আদায় করে নিন, ফরয রোযা কাযা বাকি থাকলে তবে তাও রেখে নিন, যাকাত দেয়াতে অলসতা হয়ে থাকলে তবে নিজের পুরো যাকাত শরয়ী পদ্ধতি অনুসারে দিয়ে দিন। তাছাড়া যদি কারো কোন হক নষ্ট করা হয়ে থাকে তবে তা ফিরিয়ে দিন, কারো মনে কষ্ট দিয়ে থাকলে বা মেরেছে বা ধমক দিয়েছে তবে করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাকে রাজি করে নিন, মনে রাখবেন! মৃত্যু শুধু করোনা ভাইরাসের কারণেই তো আসবে না, অবশেষে আমাদেরকে একদিন না একদিন মরতে হবেই? যদি **আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর সর্বশেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অসন্তুষ্ট হয়ে যায় তবে আমাদের কি অবস্থা হবে? **আল্লাহ পাক** আমাদের বাআমল আশিকানে রাসূলের সহচর্য নসীব করুক এবং অধিকহারে সুন্নাতের উপর চলা নসীব করুক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

তেরি সুন্নাতোঁ পে চল কর মেরি রূহ জব নিকাল কর
চলে তু গলে লাগানা মাদানী মদীনে ওয়ালে

www.dawateislami.net

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কালাম থেকে নির্বাচিত কিছু শে'র

'করোনা' সে হাম কো বাঁচা ইয়া ইলাহী
পরে হো ইয়ে হাম সে বালা ইয়া ইলাহী
'করোনা' মে জু মুবতালা হে উনহে তো
করম সে আতা কর শিফা ইয়া ইলাহী
'করোনা' কে বদলে গুনাহোঁ কা ডর দেয়
নাদামত সে হাম কো রুলা ইয়া ইলাহী
গুনাহোঁ সে তাওবা কি তৌফিক দেয় দেয়
হামেঁ নেক বান্দা বানা ইয়া ইলাহী
রাহে খউফ হারদম বুরে খাতেমে কা
হো ঈমান পর খাতেমা ইয়া ইলাহী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

করোনা ভাইরাস ও অন্যান্য বিপদ থেকে সুরক্ষার জন্য এই নকশা আপন ঘরের দরজায় লাগিয়ে নিন

নোট: নকশা লিখার সময় গোল বৃত্ত সম্বলিত অক্ষর খালি রাখবেন আর নকশা প্লাস্টিকে মুড়িয়ে লাগান

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

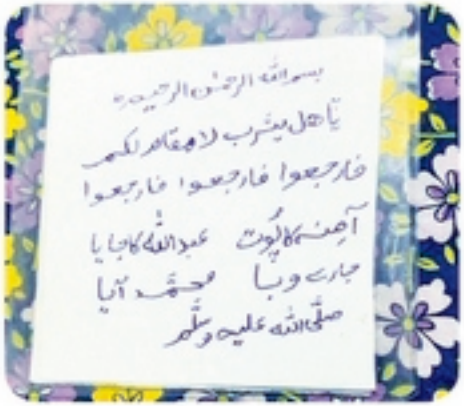

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর, নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net